ভারতের আদিবাসী শিশু - সমস্যা

চুনি কোটাল

আদিবাসী শিশুদের সমস্যা তুলে ধরতে গেলে একটি শিশুর জন্ম থেকেই আলোচনার প্রয়োজন। একটি শিশু জন্মাবার মুহুর্ত থেকেই তাকে বাঁচার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। শিশুর প্রথম লড়াই হয় প্রকৃতির বিদ্ধে। বাঁচার জন্য উত্তীর্ণ হতে হয় তাকে সেই লড়াইতে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রচণ্ড দাপট শিশুকে এসে আক্রমণ করে। শীতের হিমেল হাওয়া ছোট শিশুর খালি গায়ে কাটাতে চায়। ঝরঝরে বাড়িতে শোওয়ার মত একটু জায়গা পায় না, এইভাবেই প্রকৃতির এক - একটি দাপট শিশু বুকে সহে বাড়তে থাকে।

আদিবাসী ঘরে মায়ের দুধই শিশুর প্রধান খাদ্য। দিন আনতে দিন নেই সংসারের শিশুর বাইরের খাবারেরকথা ভাবাটাই অস্বাভাবিক। বড় জোড় শিশু জন্মাবার একুশ (২১) দিন, বা এক মাস পরেই শিশুব মাকে কাজে বাইরে বেতে হয়। এই শিশুকে বাড়িতে রাখার যদি কেউ থাকে তাহলে মা শিশু সন্তানটিকে তার কাছে রেখে কাজের অনুসন্ধানে বেরিয়ে যায়। অ ার শিশু যখন বাড়িতে ক্ষিদের জ্বালায় চিৎকার করে, তখন শিশুকে মায়ের কাজের জায়গায় নিয়ে যায় দুধ খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু বাচচাকে রাখার মত বাড়িতে যদি কেউ না থাকে শিশুরর মা ঐ এক মাসের শিশুকে বুকে নিয়ে কাজ করতে য ায়। কোন এক জায়গায় শিশুকে শুইয়ে দিয়ে মা কাজে লাগে। ঐ শিশুর মন যখন পৃথিবীর কোন কিছু বস্তুর মধ্যেই নেই কেবল মাত্র মায়ের বুকের দুধ ছাড়া, তখন থেকেই সেই শিশু ইচ্ছামত মায়ের দুধটুকুও পায় না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাপট সহ্য করে, শিশু হাত পা ছুঁড়ে জয়ের উল্লাসে। আলের উপর শুইয়ে রাখা শিশু গড়িয়ে পড়ে জমির কাদা মাখা জলে। তার ক ান্নার শব্দে মা কাজ ছেড়ে শিশুকে জল থেকে তুলে মুছে আবার আলের উপর শুইয়ে দেয়। এই ভাবে কোন শিশু যদি প্রকৃতির লড়াইয়ে হেরে যায়, তাহলে মৃত্যুকেই তার বেছে নিতে হয়।

শিশু মায়ের অনুগামী হয়ে বা অপর কারো রক্ষণাবেক্ষণে বড় হতে থাকে। ধীরে ধীরে তার মা - বাবার কর্মজগৎ শিশুর মনের মধ্যে স্থান পেতে থাকে। দিনের শেষে যখন মা বাবা কাজ সেরে বাড়ি ফেরে তখন তাদের সেই কর্মের আলোচনা শিশুর মনে আকর্ষণ আনে। শিশুর বাবা শিকার করতে গিয়ে কিভাবে তীর ছুড়াতে এক তীরের পাখিটি মারতে পেরেছিল তাহাই শিশু হৃদয়ঙ্গম করে। ঠিক এই ভাবে মা বাবার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের বর্ণনা শিশুমনকেসেই ভাবে সেই কাজে অ াগ্রহান্বিত করে। ফলে মা - বাবা যখন কাজে যায় ঘরের সেই বাঁধনহীন শিশু বা মায়ের অনুগামী শিশু মা- বাবার কর্মগুলিকে রূপায়ণের চেষ্টা করে। শিশু যখন একটু বড় হয়, তখন ঐ শিশুকেই একলা রেখেই মা চলে যায় রোজগারে। স ম্পূর্ণ মুক্ত শিশু পাড়ায় দু-চার জন সমবয়সী শিশুর সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মা - বাবার কাজের পদ্ধতি। ঐ শিশুরাও মা-বাবার মত দল বেঁধে বেরিয়ে যায় পাখি মারতে, মাছ ধরতে, বনে জঙ্গলেনানা রকম ফল, মুল যোগাড় করতে।

কোন দিন শিশু সারাদিন মাঠে, বনে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বিকেলে বাড়ি ফিরে, হয়ত বায়না ধরে তাকে একটি ছোটদের মত ধনুক তৈরী করে দেওয়ার। শিকারী বাবা তার ছেলে তারই মত শিকারী হতে দেখে আনন্দিত হয়। বাবাও তৈরী করে দেয় বায়নার জিনিস। শিশুটিও সেই জিনিস পেয়ে নতুন ভাবে মেতে ওঠে।

আদিবাসী ঘরে থাকেনা সন্ধ্যে সকালে পড়াশুনার চর্চা। অতএব শিশুমনও পড়াশুনা নামক জিনিস থেকে থাকে দূরে। সক ালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই শিশু তার মনের আশা আকাঙক্ষাগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। তার মতের বিদ্ধে

কেউ দাঁড়ায় না। শিশুর উন্মুক্ত মন কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যের সময় মা - বাবা বাড়ি ফিরলে শিশু জানতে চায় তার অপারা কাজ কিভাবে পারবে। সারা দিনের ক্লান্ত মা - বাবা কোন রকমে দুটি খেয়ে বিছানায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুকে পড়াশুনা করানোর কথা তাদের মাথায় আসে না, যদিও বা কোন শিশুকে তার মা - বাবা স্কুলে যাওয়ার ভর্তি করে দেয়, তাহলে দেখা যায়, শিশু ঐ দিনটি ছাড়া আর অন্য দিনে স্কুলে যায়না। মা - বাবা সকালেই কাজে বেরিয়ে গেলে শিশুও তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যের সময় মা - বাবা বাড়ি ফেরার আগেই, শিশু সন্তানটি বাড়িতে ফিরে আসে। যদি কোন বাবা তার ছেলেকে পড়তে বসতে বলে, তাহলে ছেলেও হয়ত বই নিয়ে বসে। ছেলে বই নিয়ে বসে কি পড়লো বা না পড়লো মা-বাবার দেখার সামর্থ থাকে না। ছেলেও কিছুক্ষণ এটা ওটা চিৎকার করে। আর মা - বাবা ভাবে ছেলে তার ভীষণ পড়াশুনা করছে কিন্তু অ াসলে ছেলে স্কুলে যাই নি।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলে স্কুলে যায় কিন্তু ১/৫ বছরেও সে প্রথম ভাগ শেষ করতে পারে না। এর কারণ হিসাবে অনেকগুলো দিক উল্লেখ করতে হয়। যেমন -- (ক) ছেলে স্কুলে গেলে মাষ্টার অনেক ছেলেরসঙ্গে তাকে একবার পড়া দেখিয়ে দেয়। কিন্তু চঞ্চল শিশুর মন নানা দিকে থাকায় মাষ্টারের দেওয়া পড়া কয়টি মনেরাখতে পারে না। এদিকে ব াড়িতেও তাকে সকাল সন্ধ্যে দেখিয়ে দেওয়ার মত বা পড়তে বসতে বলার মতও লোক থাকে না--- এদিকে ছেলে স্কুল থেকে ফিরে বইগুলো ফেলে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ২/৩ দিন হয়ত আরস্কুল মুখো হয় না। শিশু যে স্কুলে গেল না সেই কথার বলার জন্যও বাড়িতে কেউ থাকে না। শিশু তার খেয়ালখুশিমতচলাফেরা করে। ২/৩ দিন পরে স্কুলে গেলে ম াষ্টার যা পড়া দিয়েছিল তার বিন্দুবিসর্গ শিশুর মনে থাকে না। পড়া না পাওয়ার জন্য মাষ্টার ২/, বেত পিটালে শিশু স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। এবং বাড়িতে এসে মাষ্টার অকারণে খুব মেরেছে মা- বাবার কাছে নালিশ করে। আর মা- বাবাও শিশুর কথা বিশ্বাস করে ক্রুদ্ধ হয়। এবং শিশুকে আর স্কুলে যেতে বলে না। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হয় না। (খ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্কুলমাষ্টারের অবহেলায় এদের স্কুলে যেতে বিরত করে। যেমন --- দরিদ্র আদিবাসীর ঘরে সময়মত শিশু স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্য জোগাড় দিতে পারে না. শিশুর স্কুলে যাওয়ার জন্য একটি বেশি পোশাক থাকে না। সেই পোশাকটিও সময়মত পরিস্কার করতে পারে না। কিম্বা ছেঁড়া জামা পরেই তাকে মাসের পর মাস স্কুলে যেতে হয়। য ার জন্য স্কুলের মাষ্টাররা আদিবাসী দরিদ্র শিশুদের নানা রকম কথা শোনায়। বলেন -- এটা কি গ চরানোর মাঠ ? যে যা কিছু পরে এলেই চলবে।আরো অনেক কথাই বলে যা শিশু মনে স্কুলের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। স্কুলে আসতে ভয় পায়। আব ার দেখা যায় -- ছোট অবস্থা থেকেই শিশুকে সারাদিন ছেড়ে মা - বাবা কাজে যায়। শিশু তার ইচ্ছে মত জলে ডোবে যার ফলে সর্দি তার নিত্য সঙ্গী। অপরিস্কার থাকার জন্য খোস পাঁচড়া গেলেই থাকে। জলে নানা রকম পোকার কামড়ে গায়ে চলকানি হয়। কোন সময় স্নানের জন্য তেল থাকে। আবার কোন সময় থাকে না। যেটুকু তেল মেখে জলে নামে তার ডোব ার চোটে গায়ের তেল জলেই শেষ হয়ে যায়। উপরন্তু তার মাথায় গায়ে পু হয়ে লাল কাদা জমে যায়। এই অপরিস্কারের জন্য খোস পাঁচড়া লেগেই থাকে। স্কুলে গেলে সামান্য কিছু সংখ্যক মাস্টার এই সকল শিশুদের ঘৃণা করে।তাদেরগে আল াদা করে দূরে বসিয়ে রাখে। কোন দিন হয়ত পড়া ধরে আবার কোন দিন তাও জিজ্ঞাসা করে না। এই অবহেলাও শিশুর স্কুল বিমুখের পথে এক প্রধান বাধা। (গ) অপর কারণ হিসাবে আদিবাসী ঘরের খাদ্যাভাব শিশুর শিক্ষার পথে এক প্রধান বাধা। দিন আনতে দিন নাই ঘরের সন্তান এরা। যে দিন কাজ জুটে সে দিন খাওয়ার জুটে, যেদিন কাজ পায় না সেদিন উনানে হাঁড়ি চড়ে না। ছোট ছোট শিশু সন্তানের ক্ষিদের জ্বালায় ছটপটকরে। ক্ষিদের জ্বালা পেটে নিয়ে না - বাবা যেমন শিশুটিকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে না, সেই রকম খুব কমই শিশুপেটে ক্ষিদের জ্বালা নিয়ে স্কুলে যায়। এক মুঠো খাওয়ার জন্য শিশুটি অপরের বাড়ির দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। --দুটি মুড়িপাওয়ার আশায় সে ঐ বাড়ির গোবর ফেলে দেয়। তখন আর ঐ শিশুর মনে স্কুল যাওয়ার কথা মনেই থাকে না। যার ফলে ২/৫ বছরেও একটি আদিবাসী শিশু প্রথম ভাগ শেষ করতে পারে না। আবার বলছি সব শিশুরক্ষেত্রে এইকথা প্রযোজ্য নয়। কারণ কিছু কিছু শিশু সমস্ত বাধা অতিক্রম করেও যথাসম্ভব পড়াশুনা চালিয়ে যায়।

একটি শিশুকে তার পূর্ব পুষের জীবিকা গ্রহণ করানোর জন্যে তার মা - বাবা, পরিবেশ পর্শ্ববর্তী সমাজবাধ্য করে। একটি আদিবাসী পরিবারে ৫/৭ টি ছেলেমেয়ে কিন্তু রোজগারের দুটি মানুষ মা বাবা। তারাও বৎসরে তিন মাসের বেশি মজুরি

পায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আদিবাসীরা বৎসরে বড়জোর এক থেকে দেড় মাস মজুরি পায়। বাকি দিনগুলি জঙ্গলে প াথর, মাটি কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ঐ রোজগার সে কোনদিন করতে পারেকোনদিন পারে না। বাড়িতে এতগুলি ছেলেমেয়ের খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে উঠে। যার জন্য ৫/৭ বছরের শিশুকে জঠর জ্বালা জুড়াবার জন্য অপরের বাড়িতে ভ াতুয়া রাখে বা মাঠের ঘাটে মাছ কাঁকড়া ধরেও যতটা সম্ভব নিজের পেটচালাবার চেষ্টা করে। ঐ ভাতুয়াই শিশুর জীবনে এনে দেয় পূর্ব পুষের কর্মের রীতি।

শিশু মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু আলাদা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত পুষের তুলনায় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম অনুভব করে। শিশু মেয়ের কর্মজীবন শু হয়, তার ছোটভাই বোনদের আগলানো থেকে। শিশু মেয়েটি ৪/৫ বছর বয়স হলে তার কাছে মা কোলের ছোট শিশুটিকে রেখেরোজগারের সন্ধানে যায়। আর ঐ শিশু মেয়েটি তার ছোট ভাইবোনকে দেখাশুনা করে। শুধু দেখাশুনা নয় তার পাখানা পরিস্কার, স্নান করানো, ঘুম পাড়ানে ার এবং সময়মত মায়ের কাছে দুধ খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া সবই তাকে করতে হয়। একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে তার ক াজের চাপও ক্রমশ বাড়তে থাকে। তখন শুধু ভাই বোন দেখাশুনা করাই নয় সেই সঙ্গে মায়েরও কিছু কাজ তাকে করতে হয়। যেমন --- রান্নার জন্য কাঠের যোগার, তরকারির জন্য শাকসবজি যোগাড় করা, ঘরে ধান থাকলে শুকনো করা, সকাল সন্ধ্যে ঘর -বাইরে ঝাটা দেওয়া, ছাগল থাকলে সেইটিও তাকে দেখাশুনা করতে হয়। আর একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রান্নার দায়িত্বটি তার হাতে পড়ে। আবার দেখা যায় শিশু মেয়েটির বয়স ৮/৯ বছর হওয়ার পরে মায়ের ব াইরের কাজেও সাহায্য করতে হয়। যেমন মাঠে কাজকরলে ছোট বোনকে দুধ খাওয়াতে নিয়ে গেলে মায়ের দুধ খাওয়ানে ার অবসরে মেয়ে মায়ের কাজটি করার চেষ্টা করে।এই ভাবেই তার কাজের হাতেখড়ি হয়। কোন মেয়ে যদি ছোট তাই বে ানদের না রাখে বা ভাই বোন না থাকেতাহলে সে আরো কম বয়স থেকে মায়ের সঙ্গিনী হয়, মাঠে মাছ কাঁকড়া ধরতে য াওয়া, জঙ্গলে যাওয়ার।

কিন্তু কোনো মেয়ে যদি স্কুলে যায় তাহলে তাকে উপরি লিখিত কাজগুলির অবসরে স্কুলে যায় এবং পড়াশুনা করার চেষ্টা করে। বেশির ভাগ আদিবাসী শিশু মেয়েদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। খাওয়ার - পর, কাগজ - কলম - কালি এই সমস্যা তো আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com